দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

১০ হাজার টাকা দাবী

পরীক্ষার্থীকে বেশী নম্বর পাইয়ে দেবার প্রলোভন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজবাড়ি, ১ আগষ্ট।–দশ হাজার টাকার বিনিময়ে ডিগ্রী পরীক্ষার খাতায় বেশী নম্বর পাইয়ে দেবার চুক্তি করতে এসে সানোয়ার হোসেন (২১) নামে ধামরাই কলেজের একজন ছাত্র ২টি খাতার ফটোকপিসহ পুলিশের হাতে আটক হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৮ জুলাই পাংশা থানার মাচপাড়া হাইস্কুলের কাছে। তার পিতা আব্দুল করিম ঢাকার কালিয়াকৈর ডিগ্রী কলেজের একজন অধ্যাপক।

পাংশা থানা সূত্রে প্রকাশ, গ্রেফতারকৃত ছাত্র তার পিতার কাছ থেকে রাজবাড়ি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান তৃতীয় পত্রের দুটি খাতা ফটোষ্ট্যাট করে (রিজিয়া খাতুন, রোল রাজ ১২০০৮৮ ও আব্দুল লতিফ, রোল রাজ–১০১২৫) পাংশায় নিয়ে এসে এ দু'জন ছাত্রছাত্রীকে খুঁজে বের করে মূল খাতার ফটোকপি দেখায় এবং ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত নাম্বার পাইয়ে দেবেবলেজানায়।

পরবর্তীতে আরো কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে অনুরূপ প্রস্তাব দিলে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। একপর্যায়ে স্থানীয় জনসাধারণ তাকে আটক করে পাংশা থানায় সোপর্দ করে। সে পুলিশের কাছে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে।

নম্বর বাড়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা নেত্রকোনা থেকে জানান, গত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পরীক্ষকের দেয় নম্বর প্রধান পরীক্ষক দিয়ে বাড়িয়ে নেয়ার এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, এ বছর নেত্রকোনা আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংকের প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। বোর্ড হতে তাকে ঢাকা–দক্ষিণ কেন্দ্রের খাতা পাঠানো হয়। এ খবর পরীক্ষা কেন্দ্রের এলাকায় জানাজানি হয়ে যায়। অনেক পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক ছুটে আসেন নেত্রকোনায়। বোর্ড হতে কিছুসংখ্যক কর্মচারী নেত্রকোনায় আনাগোনা করেন বলেও জানা যায়।

অভিযোগ, পাওয়া গেছে, প্রধান পরীক্ষককে দিয়ে খাতা নিরীক্ষকের প্রদত্ত মূল নম্বর বাড়িয়ে নিয়েছেন। ঢাকা হতে বেশ কিছু খাতার রোল নম্বর উল্লেখ করে অবৈধভাবে নম্বর বাড়ানোর ব্যাপারে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবরে অভিযোগ করা হয়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অভিযোগে উল্লিখিত রোল নম্বরের খাতাসমূহ ঢাকায় এনে বিষয়টি তদন্ত করতে বলেন।